গাংনীতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

উপজেলা বিএনপির দুটি ইউনিটের কাউন্সিল উপলক্ষে ইতোমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের বিগত দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা, কর্মী বান্ধব ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের বাছ্ইায়ের চিন্তা করছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় নিচ্ছেন বলে জানান কাউন্সিলররা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনাও মেনে কমিটির নেতৃত্বে এগিয়ে আনার কথা জানান তারা। একটি সূত্র বলেছে, যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিগত পতিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল ও তাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে।

তবে, ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির কমিটিতে জেলা বিএনপির সদস্য একাধিকবার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন কালু ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল প্রাথমিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে, সাংগাঠনিক ২ টি পদেও বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দাল হক, উপজেলা বিএনপি নেতা মুঞ্জুর হোসেন টফি, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল।

এদিকে, গাংনী পৌর বিএনপির কমিটির সভাপতি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর সভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান। এছাড়া পৌর বিএনপির সাধারণ

সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ ও গাংনী পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়েছেন গাংনী পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কামিশনার এনামুল হক, বিএনপি নেতা ইমন হোসেন, সোহেল হোসেন সোহাগ ও এডাম সুমন।

এদিকে সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর সাথে সখ্যতা ও তার নির্বাচনে সরাসরি মাঠে ময়দানে কাজ করার অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির ৯ টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ কারণে, জিয়াউর রহমানকে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি থেকে প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক পদের প্রার্থী সোহেল হোসেন সোহাগ ও ইমন হোসেনের প্রার্থীতাও স্থগিত রেখেছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের সাথে সখ্যতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ দিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৫ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল আগামি ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গাংনীতে স্কুল ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, ভ্যানচালককে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগে আব্দুল খালেক (৪৮) নামের এক ভ্যানচালককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা।

ভ্যানচালক আব্দুল খালেক গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত চেতন মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (২৭ জুলাই) দুপুরের দিকে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে আটক দেখিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আদালতে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভিকটিমের মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল জানান, চলতি মাসের ২১ তারিখে ওই শিশুটি অভিযুক্ত আব্দুল খালেকের ভ্যানে করে নিজ বাড়ি গাঁড়াডোব গ্রামে ফিরছিল। পথিমধ্যে বাঁশবাড়িয়া তেলপাম্পের কাছে এসে শিশুটিকে একা পেয়ে আব্দুল খালেক তাকে বোতলের কোমল পানীয় খাওয়ানোর প্রস্তাব দেয়। শিশুটি তা খেতে অস্বীকার করে। পরে সে নানাভাবে অসামাজিক ও কুরুচিপূর্ণ কথা বলে কুপ্রস্তাব দেয়। তখন শিশুটি বুদ্ধিমত্তার সাথে ভ্যান থেকে নেমে পড়ে এবং বাড়ি ফিরে ঘটনাটি পিতা-মাতাকে জানায়।

পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন ভ্যানচালক খালেককে খুঁজতে থাকেন। আজ দুপুরে শিশুটি তাকে সনাক্ত করলে স্থানীয়রা আব্দুল খালেককে ধরে গণধোলাই দেন এবং পরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত খালেক ঘটনাটি স্বীকার করেছেন।

এ ঘটনায় শিশুটির পিতা ইসরাফিল বাদী হয়ে ২০০০ সালের শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন (মামলা নং- ৩০, তারিখ: ২৭/০৭/২৫)।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

গাংনীতে ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন গাংনী রামকৃষ্ণপুরের মোঃ রুহুল আমিনের ছেলে মোঃ নাহিদ হাসান (২০), একই গ্রামের মোঃ রাহাবুলের ছেলে মোঃ নয়ন হাসান (২১), চিৎলার মোঃ নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ ইমদাদুল, বাঁশবাড়িয়া ১ নং ওয়ার্ডের মৃত চেতন মন্ডলের ছেলে মোঃ খালেক মন্ডল ৪৫।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই ৩ জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই মোঃ খায়রুল ইসলামকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অপর দুই আসামি ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১ বছর ৭ মাস আগে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে গাংনী উপজেলার এক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগে বলা হয়, বাদীর বাড়িতে আসামি রিপন তার ছেলের গলা টিপে ধরে। এ সময় বাদীর ভাই রহিম ঠেকাতে গেলে খায়রুল একটি হাসুয়া দিয়ে পিঠের বাম পাশে কোপ দেন, যার ফলে এক বিঘত লম্বা গভীর জখম হয়।

রহিমের স্ত্রী ঠেকাতে আসলে ঠান্ডু ও হান্নান তার কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। বাদীর স্ত্রী জাহারুনকেও খলিল ও তাসলিমা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে বাদীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মিন্নাল। এছাড়াও আসামি খায়রুল, রহিমের ঘরের টিনের বক্স থেকে ৬০ হাজার টাকা চুরি করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে খায়রুল ইসলাম, ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে স্কুল ফ্যানে আহত শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ালেন ইউএনও

গাংনীর ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনী কক্ষের সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে মারাত্মক আহত তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মিস্টি খাতুনের পাশে দাঁড়ালেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আহত শিশু শিক্ষার্থী মিস্টি খাতুনকে দেখতে ও চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে আসেন তিনি।

এসময় গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ইমরান হোসেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ মুনসুর আলম, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার ডা.মুত্তালিব হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন জেলা প্রশাসক সিফাত

মেহনাজের পক্ষ থেকে আহত শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তা করেন।

জানা গেছে, গেল সপ্তায় গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া কুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিস্টি খাতুন নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর মাথায় বিদ্যালয়ের সিলিং ফ্যান খুলে মাথায় পড়লে মিস্টি খাতুন রক্তাক্ত জখম হয়। ফ্যান খুলে মাথায় পড়ে। শিশুটির মাথা ও মুখে ৪৭ টি শেলাই দেয়া হয়েছে।

পরে মুমূর্ষ অবস্থায় মিস্টি খাতুনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। মিস্টি খাতুন ভাটপাড়া গ্রামের দিন মজুর মিজানুর রহমানের মেয়ে।।

ভাটপাড়া (কুঠি) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলাকালীন সময়ে শিশু শিক্ষার্থী মিস্টি খাতুনের মাথায় ফ্যান খুলে পড়লে সে মারাত্মক আহত হয়। এবিষয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হলে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টিতে আসে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে আয়েশা খাতুন (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ জুলাই) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের সেন্টারপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে।
আয়েশা খাতুন হাড়াভাঙ্গা সেন্টারপাড়া এলাকার ভ্যানচালক রহিদুল ইসলামের মেয়ে।

আয়েশার দাদা শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়ির পাশের পুকুর পাড়ে আয়েশা খাতুন একা একা খেলা করছিল।
কোন এক পর্যায়ে সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায় এবং পানিতে ডুবে মারা যায়।

তাকে দেখতে না পেয়ে তার মা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরে আয়েশার মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করা হয়।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ মহিবুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শিশুটির মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাণী ইসরাইল জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হবে।

ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনায় গাংনীর মেয়ে সজনী নিহত

ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল হামিদের মেয়ে রজনী খাতুন (৩৭) নিহত হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকা মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন তিনি।

নিহত রজনী খাতুনের ভাই আশিক জানান, দুলাভাই জহুরুল ইসলাম ঢাকায় চাকরি করতো, এ কারণে বোন রজনী খাতুনকে নিয়ে উত্তরা এলাকায় একটি বাসায় বসবাস করতেন এবং বোনের মেয়ে ঝুমঝুম খাতুন (১২) ঢাকা মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো।

প্রতিদিনের ন্যায় দুর্ঘটনার সময় স্কুল থেকে ঝুমঝুম খাতুনকে আনতে গেলে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হলে তার বোনের মৃত্যু হয়।

গাংনীতে চিৎলা পাটবীজ খামারের শ্রমিকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীর বাশবাড়িয়া গ্রামের এসএম ফয়েজকে চাদাবাজ আখ্যা দিয়ে মানববন্ধন করেছে গাংনীর চিৎলা পাট বীজ খামারের কর্মরত শ্রমিকরা।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার সময় চিৎলা পাটবীজ খামার শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারে এই মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন খামারের কয়েকশো শ্রমিক।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাবেক সভাপতি ওমর আলী, সদস্য নাজিমুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম কাদা, লিটন হোসেনসহ অনেকে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গাংনী উপজেলার বাশবাড়িয়া গ্রামের এসএম ফয়েজ শ্রমিকদের সাথে চাদা দাবী করেন। চাদা না পেয়ে পাটবীজ খামারের কর্মরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানা ভাবে হয়রানী মুলক সংবাদ প্রকাশ কেও এসএম ফয়েজ।

শ্রমিকরা বলেন, ৫০০ টাকা হাজিরায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অথচ সেই সব শ্রমিকদের সাথে চাদা দাবী করেন এসএম ফয়েজ। শফিকুল ইসলাম নামের এক শ্রমিক জানান, সাংবাদিক পরিচয়ে তার কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা চাদা দাবী করেন এসএম ফয়েজ ।

ফয়েজকে কয়েক দফায় কিছু টাকাও দেয়া হয়। পুরো টাকা না দিতে পারায় তাকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এমন দাবী করেন তিনি। ফয়েজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহন কারীরা।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও

বিক্ষোভ সমাবেশ

গোপালগঞ্জের ঘটনায় আওয়ামী লীগের একটি ফেসবুক পেজে হরতালের ডাক দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির দুটি পৃথক গ্রুপের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার ও হাসপাতাল বাজারে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার এলাকায় গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।
সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুর রহমান বুলবুলের সঞ্চালনায় সেখানে বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

অন্যদিকে, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে একটি লাঠি মিছিল বের করা হয়।
গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পরিণত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরাজিত ফ্যাসিবাদী মাফিয়া শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদী মাফিয়া শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিতে না পারে। মাফিয়া তন্ত্রের ফ্যাসিবাদের পদতলে কখনো যেন আমাদের অধিকার ও জীবনকে সমর্পণ করতে না হয়, সেই লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে।

হাজার মানুষ জীবন দিয়েছে। তাদের হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন, হয়েছেন গুরুতর আহত। এগুলো কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘটে? প্রশ্ন করেন তিনি। এটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৪ সালের যে ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এসেছি, সেটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল। যেখানে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি পক্ষ পরাজিত হয়েছে। যেই পক্ষকে আমরা বলি মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট। সেই মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট শক্তি পরাজিত হয়েছে জনগণের কাছে। তারা এই দেশের সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সেই সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনগণের প্রতিরোধ বিজয়ী হয়েছে। সেই বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আজকে এই মুক্ত পরিবেশ পেয়েছি। অধিকাংশ জনগণের জন্য যেটা মুক্ত পরিবেশ, পরাজিত শক্তির জন্য সেটা পরাধীন পরিবেশ। তাদের জন্য এটা স্বাধীন পরিবেশ নয়। জুলাই ২৪ এ তরুণ তাজা প্রাণের বিনিময়ে আমরা একটা ভয়ংকর মাফিয়া তন্ত্রের হাত থেকে এদেশকে মুক্ত করেছি।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে আমরা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই, যেখানে সোহহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সকলে সহাবস্থান করবেন। যেখানে সকলের ন্যায্য অধিকার থাকবে, কেউ বঞ্চিত হবেন না। এই তত্ত্বে এবং এই কর্মে বিশ্বাসী।

তিনি বলেন, এই বাংলাদেশে গত ১৬ বছরে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার জিম্মি হয়ে পড়েছিল। আমরা যতটুকু অধিকার পেতাম, যতটুকু দয়া করে দেওয়া হতো। আমার যতটুকু অধিকার, সেটা আমার মতো আরেকজন নির্ধারণ করে দিতো। এই পদ্ধতিতে গোটা দেশের মানুষ জিম্মি দশায় পতিত ছিল। আমরা যেটাকে বলি ফ্যাসিবাদ ও মাফিয়া তান্ত্রিক শাসন। এমন এক শাসকগোষ্ঠী আমাদের বুকের উপর চেপে বসেছিল, যারা শুধু আমাদের অধিকারগুলোই কেড়ে নেয়নি, আমাদের নানা রকম নিপীড়ন-নির্যাতনের নিস্পেষণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা নিজেদের নিয়মিত নাগরিক ভাবতে ভুলে যাচ্ছিলাম। সেই মাফিয়া চক্র এমন এক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল, তারা পাঁচ বছর পর পর ভুয়া নির্বাচনী খেলা দেখিয়ে জনগণকে ঘোষণা করতো আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছি, আগামী পাঁচ বছর আমরা ক্ষমতায় থাকবো, আমাদের আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমরাও প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। চেষ্টা ছিল, আকাঙ্ক্ষাও ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে ভাবতাম মনে হতো বোধহয় এই অবস্থার আর পরিবর্তন হবে না। প্রচণ্ড

হতাশাজনক, এক অন্ধকারময় জীবন গোটা দেশ জুড়ে সবার জন্য নেমে এসেছিল।

তিনি বলেন, প্রশাসনে যারা আছেন, তারা পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিয়ে কাজ করছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু একটি পক্ষ এতদিন খেয়ে পরে মোটা-তাজা হয়ে মাঠে নামবে আর অপর পক্ষটি এতোদিন না খেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে মাঠে নামবে তাদের মাঝে নিরপেক্ষতা দেখাবেন এই নিরপেক্ষতা এখন প্রযোজ্য হবে না।

তিনি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যারা ২৪ এর গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল, গণহত্যাকে নানাভাবে মদদ দিয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই নিরপেক্ষতা। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে নিরপেক্ষতা দেখানো মানে আত্মঘাতী। এটা এক সময় আপনার জন্যও বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং যেকোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই গুরুতর অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

তিনি বলেন, পরাজিত শক্তির অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক এখনো পুরোদমে সক্রিয়। অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক মানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে। তাদের এখনো বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য, ডিলারশিপ রয়েছে। এগুলো পরাজিত ফ্যাসিবাদীদের হাতে থাকবে আর আপনি মনে করবেন সমাজে নিরপেক্ষতা থাকবে এটা হবে না। আপনি যদি মনে করেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদ আছে, আমরা নিরপেক্ষ আচরণ করবো এটা আপনার জন্য আত্মঘাতী হবে।

তিনি বলেন, জনগণের সহায়তায় প্রশাসন এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে, পরাজিত অপরাধী চক্রের অর্থনৈতিক অপরাধচক্র ভেঙে পড়বে। এরপর সেখানে নিরপেক্ষতার চর্চা হবে। সেখানে স্বাভাবিক আইনের চর্চা হবে। এর আগে প্রশাসন কোনো নিরপেক্ষতা দেখাতে গেলে জনগণ এবং প্রশাসনের জন্য বুমেরাং হবে।

মুজিবনগর প্রসঙ্গে মনির হায়দার বলেন, জায়গাটার পূর্ব নাম বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া। বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া এই বাংলাদেশ